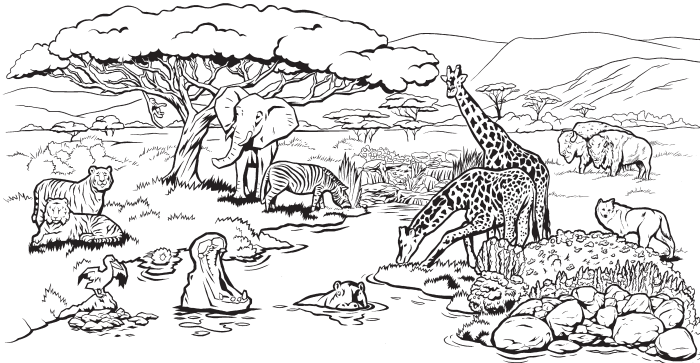




ঈশ্বরের পথে



All scriptures are taken from the Bengali Bible with permission from the Bible Society of India.

ঈশ্বর আমাদের পৃথিবী এবং সমস্ত
জীবজগৎকে সৃষ্টি করেছেন

১

“আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন।” —আদি পুস্তক ১:১

“কারণ আকাশে ও পৃথিবীতে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে...” —কলসীয় ১:১৬

“তোমরা সদাপ্রভুর আশীর্বাদ পাত্র, তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর নির্মাণকর্তা। স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।” —আদিপুস্তক ১১৫:১৫, ১৬

ঈশ্বর মানুষকে একটি নিখুঁত পৃথিবী দিলেন। তারপর কি হল জানতে হলে এই পুস্তিকাটি পড়ুন।

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করলেন।



“পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য
নির্মাণ করি ; ----- সমস্ত পৃথিবীর উপরে ----- কর্তৃত্ব করুক।”

-আদিপুস্তক ১:২৬

মানুষ জীবন্ত আত্মায় পরিণত হল

৩

“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।”

-আদিপুস্তক ২:৭

“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পূরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।”

—আদিপুস্তক ২:১৮, ২১-২২

আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হলেন



আমরা কখনো শয়তানের কথা শুনবো না।

“পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম ও রক্ষার্থে তথায় ৫
রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আঞ্জা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত
বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও ; কিন্তু সদৃসদ্ জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন
করিও না, কেননা যে দিন তাহার ফল খাইবে, সেইদিন মরিবেই মরিবে।”

—আদিপুস্তক ২ : ১৫-১৭

সর্প, যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে ঈশ্বরের আদেশ বিরুদ্ধাচারণ করেছে
এবং মিথ্যা কথা বলেছে।

“তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না ; নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ
জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়, তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন ; পরে আপনার
মত নিজ স্বামীকে দিলেন, আর তিনিও ভোজন করিলেন। -আদিপুস্তক ৩ : ৪, ৬



“এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন, যেন, তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম করেন। এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবন বৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্বদিকে করুবগণকে ও ঘূর্ণায়মাণ তেজোময় খড়গ রাখিলেন।”

—আদিপুস্তক ৩:২৩-২৪

যেদিন আদম ও হবা পাপ করলেন,
সেদিনই মানব জাতির সবচেয়ে দুঃখের দিন

৭



“...একটি মানুষের মধ্যে দিয়ে পাপ জগতে এসেছিল ও সেই পাপের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ পাপ করেছে বলে এই ভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।”

— রোমীয় ৫:১২

মনে রাখা দরকার

প্রতিটি মানুষ পাপের স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং একদিন মারা যায়, যেহেতু পাপই মৃত্যুকে নিয়া আসে।

(রোমীয় ৫:১২ আবার পড়ুন)

৮

আমাদের মুক্তি দিতে তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠানোই
ছিলো ঈশ্বরের পরিকল্পনা



“তাঁর একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর
নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনি তাঁর
লোকদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার
করবেন।”

-মথি ১:২১

মানব জাতির মধ্যে প্রবেশের

জন্য ঈশ্বরের পুত্র মানব শিশু রূপে এলেন।

“ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা স্থীষ্টের মধ্যে দেহ নিয়ে বাস করছে।” -কলসীয় ২:৯

“প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সংঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন-----”

-যোহন ১ : ১, ১৪

“এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্যদিয়ে প্রভু এই যে কথাগুলো বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়-দেখ, এক জন কুমারী মেয়ের গর্ভ হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।” এই নামের মানে হল, ‘আমাদের সংঙ্গে ঈশ্বর’। —মথি ১:২২, ২৩

১০

যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিখুঁত বলিদান

“যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন পাপ ছিল না----”

-২ করিন্থীয় ৫:২১

“তিনি কোন পাপ করেন নি.....”

—১ পিতার ২:২২



মানুষের কোন বলিদানই যতেষ্ট নয়, যা পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে।

“কারণ বলদ ও ছাগলের বক্ত কখনই পাপ দূর করতে পারে না।”

-ইব্রীয় ১০:৪

যীশু ঈশ্বরের মেঘশাবক। “ঐ দেখ ঈশ্বরের মেঘ-শিশু, যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন।”

—যোহন ১:২৯

যীশুকে একটি কাঠের ত্রুশ বিদ্ধ করা হল কারণ নিষ্ঠুর লোকেরা তাঁকে ঘৃণা করত। কিন্তু তাঁর জন্য ছিল ঈশ্বরের পরিকল্পনা। যীশু তাঁর আপন ইচ্ছায় আপনাকে ও আমাকে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য নিজের জীবন দান করলেন।

যীশু বলিলেন, “কেউই আমার প্রাণ আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে না, কিন্তু আমি নিজেই তা দেব। প্রাণ দেবারও ক্ষমতা আমার আছে, আবার প্রাণ ফিরিয়ে নেবারও ক্ষমতা আমার আছে-----”

-যেহন ১০:১৮

ঈশ্বরের মেঘশাবকের রক্ত দ্বারা আমরা মুক্ত হইয়াছি।

“তোমরা জান জীবন পথে চলবার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজ থেকে পাওয়া বাজে আদর্শ থেকে সোনা বা রূপার মত ক্ষয় হয়ে যাওয়া কোন জিনিস দিয়ে তোমাদের মুক্ত করা হয়নি ; তোমাদের মুক্ত করা হয়েছে নির্দোষ ও নিখুঁত মেঘ-শিশু যীশু খ্রীষ্টের অমূল্য রক্ত দিয়ে।”

১ পিতর ১:১৮, ১৯

অন্য কোন বলিদান আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে পারে না।

“ঈশ্বরের সেই, ইচ্ছামতই যীশু খ্রীষ্টের দেহ একবারই উৎসর্গ করবার দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের আলাদা করা হয়েছে।”

—ইব্রীয় ১০:১০

১২ “তাহলে খ্রীষ্টের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের শাস্তি থেকে নিশ্চয় রেহাই পাব।”

—রোমীয় ৫ : ৯

“প্রভু, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন আমার কথা মনে করবেন।”



“...আমরা পাপী থাকতেই খ্রীষ্ট আমাদের জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন।” —রোমীয় ৫:৮

যে কেহ ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করে সে
জীবন পায়

১৩

“ঈশ্বর মানুষকে এত ভালবাসলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপরে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।”

-যোহন ৩:১৬

“কারণ তিনি অন্ধকারের রাজ্য থেকে আমাদের উদ্ধার করে তাঁর প্রিয় পুত্রের রাজ্যে এনেছেন। এই পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি।”

-কলসীয় ১:১৩, ১৪

মুক্তির অর্থ আমাদের পুনরায় ক্রয় করা হয়েছে।

তিনি পুণরুখিত হয়েছেন



“স্বর্গদূত স্ত্রীলোকদের বললেন, “তোমরা ভয় কোর না, কারণ আমি জানি, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছ। তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। এস, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটা দেখ।”

—মথি ২৮:৫, ৬

“আমিই প্রথম ও শেষ আমিই চিরজীবন্ত। আমি মরেছিলাম আর দেখ এখন আমি যুগ যুগ ধরে চিরকাল জীবিত আছি। আমার কাছে মৃত্যু ও মৃতস্থানের চাবি আছে।”
—প্রকাশিত বাক্য ১:১৮

“...আমি জীবিত আছি বলে তোমরাও জীবিত থাকবে।” —যোহন ১৪:১৯

যেহেতু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং মৃত্যুর চাবি তাঁর হাতে রয়েছে, আমাদের আর মৃত্যুকে ভয় করার প্রয়োজন নেই।

“যে সময় আমার ভয় লাগে, আমি তোমাতে নির্ভর করিব।” —গীতসংহিতা ৫৬:৩

(ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা কি —৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

যীশু আপনাকে মুক্তি দিতে পারেন, তিনি আপনার জন্য প্রার্থনা করছেন।

“কিন্তু যীশু চিরকাল জীবিত আছেন বলে তাঁর পুরোহিত-পদ কখনোও বদলাবে না। এই জন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার করতে পারেন, কারণ তাদের পক্ষে অনুরোধ করবার জন্য তিনি সবসময় জীবিত আছেন।”
—ইব্রীয় ৭:২৪, ২৫



আপনি কোন
রাস্তা ধরে চলবেন ?

যীশুখ্রীষ্টই অনন্ত
জীবনের পথ।

দিয়াবল বা শয়তান
অনন্ত মৃত্যুর পথ।

এই ছেলেটি অনন্ত জীবনের সঠিক পথটি বেছে নিয়েছে।

আপনি কোনটি বেছে নেবেন ?

১৭

“...তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর...”

—যিহেশূয়ের পুস্তক ২৪:১৫

“অতএব জীবন মনোনীত কর, যেন তুমি সবংশে বাঁচিতে পার।”

—দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৯

যীশুই অনন্ত জীবনের পথ

“পাপ থেকে উদ্ধার আর কারও কাছে পাওয়া যায় না, কারন সারা জগতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা পাপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি।” —প্রেরিত ৪:১২

“আমি, আমিই সদাপ্রভু ; আমি ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নাই।”

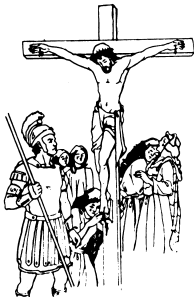
—যিশাইয় ৪৩:১১

১৮ অনন্ত জীবন পেতে কেন আমরা যীশুকে বেছে নেব ?

১. যীশুই যিনি এসেছিলেন.

“...আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়...”

—যোহন ১০:১০



২. খ্রীষ্টই যিনি আমাদের ভালবেসেছেন
এবং আমাদের জন্য মরেছেন।

“...তিনি আমাকে ভালবেসে
আমার জন্য নিজেকে দান
করেছিলেন।”

—গালাতীয় ২:২০

যীশু আমাদের মত একজন
মরণশীল রক্তমাংসের মানুষ হলেন।

“সেই জন্য যীশু নিজেও মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন, যাতে মৃত্যুর ক্ষমতা ১৯
যার হতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শক্তিহীন করেন, আর
মৃত্যুর ভয়ে যারা সারা জীবন দাসের মত কাটিয়েছে তাদের মুক্ত করেন।”

—ইব্রীয় ২:১৪, ১৫

৩. কেবলমাত্র যীশুর রক্তই আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করে।

“---কারণ প্রাণের গুনে রক্তই প্রায়শ্চিত্ত সাধক।” —লেবীয় পুস্তক ১৭:১১

“---তঁার পুত্র যীশুর রক্ত সমস্ত পাপ থেকে আমাদের শুচি করে।”

—১ যোহন ১:৭

“এই পুত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা পেয়েছি।”

—কলসীয় ১:১৪



৪. খ্রীষ্টই যিনি মৃতগণের মধ্য থেকে উঠেছেন।

“আমরা জানি খ্রীষ্টকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল বলে তিনি আর কখনও মরবেন না, অর্থাৎ তাঁর উপরে মৃত্যুর আর কোন হাত নেই।”

—রোমীয় ৬:৯

“তিনি সবার হয়ে মরে ছিলেন যেন যারা জীবিত আছে তারা আর নিজেদের জন্য বেঁচে না থাকে, বরং যিনি তাদের জন্য মরেছিলেন ও জীবিত হয়েছেন তাঁরই জন্য বেঁচে থাকে।”

—২ করিন্থীয় ৫:১৫

যীশু বলেছেন, “...আমি জীবিত আছি বলে তোমারাও জীবিত থাকবে।”

—যোহন ১৪:১৯

৫. অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য খ্রীষ্টের আত্মাকে আমাদের মধ্যে ধারণ করতে হবে (চিরজীবনের জন্য) ২১

“---খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে আছেন এবং সেইজন্য তোমরা এই আশ্বাস পেয়েছ যে, তোমরা তাঁর মহিমার ভাগী হবে।
—কলসীয় ১:২৭

“যিনি যীশুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন সেই ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, তবে ঈশ্বর তাঁর সেই আত্মার দ্বারা তোমাদের মৃত্যুর অধীন দেহকেও জীবন দান করবেন।”
—রোমীয় ৮:১১

খ্রীষ্টের আত্মা আপনার মধ্যে বাস করছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হন।

“...যার অন্তরে খ্রীষ্টের আত্মা নেই, সে খ্রীষ্টের নয়।”
—রোমীয় ৮:৯

২৪ পৃষ্ঠার নির্দেশ দেখুন



“বালকও কার্য্য দ্বারা
আপন পরিচয় দেয়...”
—হিতোপদেশ ২০:১১

“যীশু আমাকে ভালবাসেন, বাইবেল আমাকে এই শিক্ষা দেয়।”

“কিন্তু যীশু সেই ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তারপর তিনি শিষ্যদের বললেন, “ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিও না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্যে এদের মত লোকদেরই।”

—লুক ১৮:১৬

“ঠিক সেই ভাবে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয় যে, এই ছোটদের মধ্যে একজনও নষ্ট হয়।”

—মথি ১৮:১৪

আপনি কে বা কোথায় থাকেন, এটা কোন ব্যাপার না যীশু আপনাকে ভালবাসেন এবং আপনার জন্য মরেছেন। যীশু আপনারও ভালবাসা চান। আপনি যীশুর কথা পালন করে তাঁকে আপনার ভালবাসা দেখাতে পারেন।

“তোমরা যদি আমাকে ভালবাস, তবে আমার সমস্ত আদেশ পালন করবে।”

—যোহন ১৪:১৫

২৪ ঈশ্বরের দিকে যাবার রাস্তা আপনি কি ভাবে পাবেন

১. স্বীকার করুন আপনি একজন পাপী। (ঈশ্বরের অবাধ্য)

“কারণ সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে।”

—রোমীয় ৩:২৩

২. খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসুন।

“ঈশ্বর মাত্র একজনই আছেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ খ্রীষ্ট যীশু।”

—১ তীমথিয় ২:৫

“এই জন্য যারা তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসে তাদের তিনি সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ধার করতে পারেন...”

—ইব্রীয় ৭:২৫

যীশু বললেন, “...যে আমার কাছে আসে, আমি তাকে কোনমতেই বাইরে ফেলে দেব না।”

—যোহন ৬:৩৭

৩. আপনার পাপের জন্য অনুতাপ করুন।

(অনুতাপের অর্থ পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা)

“এই জন্য আপনারা পাপ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরুন যেন আপনাদের পাপ মুছে ফেলা হয়...”

—প্রেরিত ৩:১৯

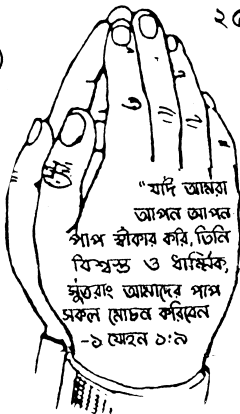
প্রভু

তোমাদের প্রতি ধৈর্য্য ধরছেন, কারণ কেউ যে ধংস হয়ে যায় এটা তিনি চান না, বরং সবাই যেন পাপ থেকে মন ফিরাই এটাই তিনি চান।”

—২ পিতর ৩:৯

৪. যীশুর কাছে আপনার পাপ স্বীকার করুন।

স্বীকারের অর্থ বলা বা মেনে নেওয়া)



নিচের লাইনে ১ যোহন ১:৯ পদটি লিখুন।

(পৃষ্ঠায় হাতের মধ্যে দেওয়া আছে)

৫. আপনার পাপ সকল ত্যাগ করুন।

(ত্যাগ করার অর্থ ছেড়ে দেওয়া)

“যে আপন অধর্ম সকল ঢাকে, সে কৃতকার্য হইবে না; কিন্তু যে তাহা স্বীকার করিয়া ত্যাগ করে, সে করুনা পাইবে।” —হিতোপদেশ ২৮:১৩

“তুমি মন্দ হইতে দূরে যাও, সদাচরণ কর, চিরকাল বাস করিবে। —গীতসংহিতা ৩৭:২৭



“---আপনি ও আপনার পরিবার
প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করুন,
তাহলে পাপ থেকে উদ্ধার
পাবেন।” —শ্রুতি ১৬:৩১

৬. যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করুন। ২৭

“---যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর
এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে
জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার
পাবে।”
—রোমীয় ১০:৯

“ঈশ্বরের দয়ায় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তোমরা পাপ
থেকে উদ্ধার পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা
হয়নি, তা ঈশ্বরেরই দান; এটা কাজের ফল হিসাবে
দেওয়া হয়নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে।”
—ইফিষীয় ২:৮, ৯

৭. যীশু খ্রীষ্টকে আপনার হৃদয়ে এবং জীবনে গ্রহণ করুন।

কেবল আপনি আপনার হৃদয়ের দরজা খুলে যীশুকে আমন্ত্রণ করতে পারেন। যীশু



বলেন, “দেখ আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি। কেউ যদি আমার গলার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি ভিতরে তার কাছে যাব এবং তার সংস্কে খাওয়া-দাওয়া করব, আর সেও আমার সংস্কে খাওয়া-দাওয়া করবে।”

—প্রকাশিত বাক্য ৩:২০

“তবে যতজন তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সম্মান হবার অধিকার দিলেন।”

—যোহন ১:১২

যদি আপনি কখন প্রার্থনা না করে থাকেন এবং আপনার যদি প্রার্থনা করতে সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে নিচের প্রার্থনার নির্দেশিকানুযায়ী প্রার্থনা করতে পারেন।



প্রিয় প্রভু যীশু,

তুমি আমার পাপের জন্য ক্রুশে মরেছ তার জন্য ধন্যবাদ।
আমি যে সমস্ত মন্দ কাজ করেছি তার জন্য দুঃখিত। তুমি
আমার হৃদয়ে এস এবং চিরকাল সেখানে বাস করো। আমি
এই মুহূর্তে তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যেন আমার
হৃদয় পরিস্কৃত হয়। আমি তোমাকে আমার ব্যক্তিগত ত্রানকর্তা
এবং প্রভু হিসাবে গ্রহণ করলাম।

যীশুর নামে : আমেন।

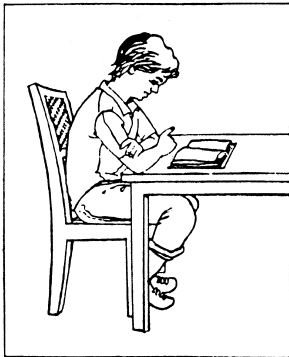
খ্রীষ্ট আপনার হৃদয়ে থাকলে আপনি নিরাপদ

“...ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে...” —১ যোহন ৫:১১,১২

“...আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তখনই অনন্ত জীবন পায়...সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে। —যোহন ৫:২৪
যখন আপনার দেহের মৃত্যু হয় তখনই আপনি প্রভুর সংগে উপস্থিত। (২ করিন্থীয় ৫:৮)

“---তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।” কলসীয় ১:২৭

আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রানকর্তা হিসাবে স্বীকার করে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে পাপের ক্ষমা চেয়ে থাকেন তবে নিচে আপনার নাম লিখুন :



বাইবেল থেকে প্রতিদিন পদ (ঈশ্বরের বাক্য) পাঠ করুন এবং আপনার হৃদয়ে সঞ্চয় করুন, বিশেষ পদগুলি আপনার সাহায্যের জন্য স্মরণ করুন।

(এই পুস্তিকাতে অনেক পদ দেওয়া আছে)

“পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনাদান, সংশোধন এবং সংজীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী।” -২ তীমথিয় ৩:১৬



সর্বদা প্রার্থনা মাধ্যমে যীশুর সাথে কথা বলুন

জীবনের সমস্ত ভাল জিনিসের জন্য যীশুকে ধন্যবাদ দিন এবং তিনি যে সব মহৎ কাজ আপনার জন্য করেছেন এবং আপনাকে এবং আত্মাকে বাঁচিয়েছেন তার জন্য প্রশংসা করুন। আপনার যে কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে যীশুর নামে প্রার্থনা করুন।

“---তার ইচ্ছামত যদি আমরা কিছু চাই, তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন।” -১ যোহন ৫:১৪

“---তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে তা তিনি তোমাদের দেবেন।” -যোহন ১৬:২৪

“---একে অন্যের জন্য প্রার্থনা করো...” -যাকোব ৫:১৬

“---যারা তোমাদের অত্যাচার করে তাদের জন্য প্রার্থনা করো।”

-মথি ৫:৪৪

যীশু যে প্রার্থনাটি তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন

৩৩

(শিষ্য কথাটির অর্থ যে যীশুকে অনুসরণ করে)

যীশু তাঁর শিষ্যদের এইভাবে প্রার্থনা করতে বললেন :

“আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও। যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের ক্ষমা করেছি, তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় ক্ষমা কর। শয়তানের পরীক্ষায় আমাদের পড়তে দিওনা, বরং তার হাত থেকে রক্ষা কর।”

যেহেতু রাজ্য পরাক্রম ও মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক। আমেন।

-মথি ৬:৯-১৩

এই প্রার্থনাটি মুখস্থ করতে হবে। বিশ্বাসীরা প্রায়ই এই প্রার্থনাটি একত্রে উচ্চৈশ্বরে উচ্চারণ করে থাকেন।

৩৪ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা আমাদের শেখায় কি ভাবে আমরা জীবন
যাপন করব

(যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায়)

প্রথম চারটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসার সম্পর্কে।

১. “আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।”
২. “তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করিও না...; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না এবং তাহাদের সেবা করিও না।”
৩. “তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না।”
৪. “তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও।”

শেষ ছয়টি মানুষের প্রতি আমাদের ভালবাসার সম্পর্কে।

৫. “তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও।”

৬. “নরহত্যা করিও না।”

৭. “ব্যভিচার করিও না।” (দৈহিক সম্পর্কে স্ত্রী-পুরুষের প্রতি অবিশ্বস্থতা)

৮. “চুরি করিও না।”

৯. “তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিওনা।”

১০. “তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না...প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।”

ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা আমাদের প্রার্থনার উত্তর নিয়া আসে

“তার ফলে আমরা যা কিছু চাইব তা তাঁর কাছ থেকে পাব, কারণ তিনি যে সব আদেশ দিয়েছেন সেগুলো আমরা পালন করি এবং তিনি যে সব কাজে সমৃষ্ট হন আমরা তাই করি।”

- ১ যোহন ৩:২২

দুটি মহত্বম আজ্ঞা

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা

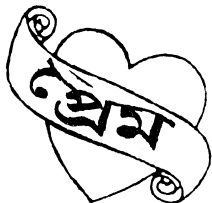
১. “যীশু তাকে বললেন, “সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী আদেশ হল—
তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার মন দিয়ে তোমার প্রভু-ঈশ্বরকে ভালবাসবে।”
-মথি ২২:৩৭, ৩৮

মানুষের প্রতি ভালবাসা

২. “আর তারপর দরকারী আদেশটা প্রথমটারইমত—
তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।
-মথি ২২:৩৯

সমস্ত দশ আজ্ঞা (পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫)

এই দুটি মহত্বম আজ্ঞার মধ্যে ধরা রয়েছে।



মহান “প্ৰেমের অধ্যায়”

(১ করিন্থীয় ১৩:১-৮, ১৩)

১. “আমি যদি মানুষের এবং স্বৰ্গদূতদের ভাষায় কথা বলি কিন্তু আমার মধ্যে ভালবাসা না তাকে, তবে আমি জোরে বাজানো ঘণ্টা বা বন্ বন্ করা করতাল হয়ে পড়েছি।
২. যদি নবী হিসাবে কথা বলবার ক্ষমতা আমার থাকে, যদি আমি সমস্ত গোপন সত্যের বিষয় বুঝতে পারি, আর যদি আমার সব রকম জ্ঞান থাক, এমন কি, পাহাড়কে পর্যন্ত, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেবার মত পূর্ণ বিশ্বাস থাকে, কিন্তু আমার মধ্যে ভালবাসা না থাকে, তবে আমার কোনই মূল্য নেই। ৩. আমার যা কিছু আছে তা যদি আমি গরীবদের খাওয়াবার জন্য দান করি, এমন কি, দেহটাও পোড়াবার জন্য দিয়ে দিই, কিন্তু আমার মধ্যে যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমার কোনই লাভ নেই।
৪. ভালবাসা ঈর্ষ্যা ধরে, দয়া করে হিংসা করে না, গৰ্ব করে না অহংকার করে না,
৫. খারাব ব্যবহার করে না, নিজের সুবিধার চেষ্টা

৩৮ করে না, রাগ করে না, ৬ কারও মন্দ ব্যবহারের কথা মনে রাখে না, মন্দ কিছু নিয়ে আনন্দ করে না বরং যা সত্য তাতে আনন্দ করে। ৭ ভালবাসা সব কিছুই সহ্য করে, সকলকেই বিশ্বাস করতে আগ্রহী, সব কিছুতে আশা রাখে, আর সব অবস্থায় স্থির থাকে। ৮ এই ভালবাসা কখনও শেষ হয় না। নবী হিসাবে কথা বলবার যে ক্ষমতা আছে তা চলে যাবে ; জ্ঞান আছে বিশ্বাস আশা আর ভালবাসা- এই তিনটিই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে ; কিন্তু এগুলোর মধ্যে ভালবাসাই সবচেয়ে বড়।”

ঈশ্বর প্রেম

“...ঈশ্বর নিজেই ভালবাসা। ভালবাসার মধ্যে যে থাকে সে ঈশ্বরের মধ্যেই থাকে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন।”

-১ যোহন ৪:১৬

যীশু আপনাকে সাক্ষিসরূপ করতে চান

৩৯



(বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে, মণ্ডপে ইত্যাদি)

যীশু বললেন, “...তুমি তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও এবং প্রভু তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন ও তোমার উপর কত দয়া দেখিয়েছেন তা গিয়ে তোমার বাড়ীতে লোকদের বল।”

-মার্ক ৫:১৯

কি ভাবে ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানকে জানা যায়

“...তাহাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে।”

-মথি ৭:২০

“কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল— ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভালস্বভাব, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও নিজেকে দমন...”

-গালাতীয় ৫:২২, ২৩

ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান অন্যকে ক্ষমা করে

“তোমরা যদি অন্যদের দোষ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন।”

মথি ৬:১৪

ঈশ্বর যে সাতটি জিনিস ঘৃণা করেন

“উদ্ধত দৃষ্টি, মিথ্যাবাদী, জিহ্বা, নির্দোষের রক্তপাতকারী হস্ত, দুষ্ট সংকল্পকারী হৃদয়, দুষ্কর্ম করিতে দ্রুতগামী চরণ, যে মিথ্যাসাক্ষী অসত্য কথা কহে, ও যে ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিবাদ খুলিয়া দেয়।”

-হিতোপদেশ ৬:১৭-১৯

আত্মার
ফল

ম্যাংসের
কার্য সকল



মাংসের কার্য সকল : ৪১

“...ব্যভিচার, অশুচিতা, লম্পটতা, প্রতিমা পূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করে মদ খাওয়া---যারা এইরকম কাজ করে, ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের জায়গা হবে না।”

-গালাতীয় ৫:১৯-২১

“---যারা পুরুষ বেশ্যা---যারা চোর লোভী---”

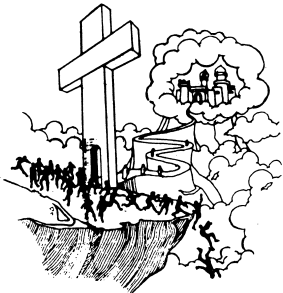
১ করিন্থীয় ৫:৯-১০

যীশু আপনাকে পরিস্কৃত করুন এবং তাঁর আত্মায় ভরিয়ে দিন

“তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই রকমেই ছিলে, কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে আর আমাদের ঈশ্বরের আত্মার মধ্য দিয়ে তোমাদের ধূয়ে পরিস্কার করা হয়েছে...”

-১ করিন্থীয় ৬:১১

নরক একটি বাস্তব স্থান
(লুক ১৬:১৯-২৬ পাঠ করুন)



নিশ্চিত হন যে আপনি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন। তিনি আপনার নাম জীবন পুস্তকে লিখে রাখবেন।

“যাদের নাম সেই জীবন-বইতে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুনের হুদে ফেলে দেওয়া হল।”

-প্রকাশিত বাক্য ২০:১৫

“...ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে।”
-১ যোহন ৫:১১

“পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বর যা দান করেন তা প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন।”
-রোমীয় ৬:২৩

“যে কেউ পুত্রের উপর বিশ্বাস করে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে থাকবে।”
-যোহন ৩:৩৬

“যীশু থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে নাগেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।”
-যোহন ১৪:৬

স্বর্গ একটি বাস্তব স্থান



প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায় যোহন নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবীর কথা বলেছেন।

“তিনি তাদের চোখের জল মুছে দেবেন...কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে...আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরি করছি ; পরে তিনি আবার বললেন, “এই কথা লেখ, কারণ এই কথা গুলো বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য।”

-প্রকাশিত বাক্য ২১:৪, ৫

যোহন আরও দেখলেন পবিত্র নগরী, নতুন

যিরুশালেম যা স্বর্গে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে, “...সূর্যকাস্ত মণি দিয়ে দেয়ালটা তৈরী ছিল আর শহরটা ছিল পরিষ্কার কাঁচের মত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। সেই শহরের দেয়ালের ভিত্তিগুলোতে সব রকম দামী পাথর বসানো ছিল...”

-প্রকাশিত বাক্য ২১:১৮, ১৯

যীশু সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে স্বর্গে গিয়াছেন ৪৫

“তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয় । ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।”

-যোহন ১৪:১-৩

এই সুসমাচার অন্যদেরও বলুন

যীশু বলেন, “তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যাও এবং সব লোকদের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া সুখবর প্রচার কর।”

-মার্ক ১৬:১৫

“...জ্ঞানবান (অপরদের) প্রাণ লাভ করে।”

-হিতোপদেশ ১১:৩০

“...আমি কখনও তোমাকে ছাড়ব না এবং কখনও তোমাকে ত্যাগ করব না।” ইব্রীয় ১৩:৫

“কারণ তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, যেন তাঁহারা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।” গীতসংহীতা ৯১:১১

“কেউই পিতার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে না।” -যোহন ১০:২৯

“...যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমিই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।” -মথি ২৮:২০

“তুমি যে সব কষ্ট ভোগ করতে যাচ্ছ তাতে মোটেই ভয় পেয়ো না...তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থেকে, তাহলে পুরস্কার হিসাবে আমি তোমাকে জীবন দেব।”

-প্রকাশিত বাক্য ২:১০

“...অন্ধকারে বসিলেও সদাপ্রভু আমার আলোকস্বরূপ হইবেন।” -যীখা ৭:৮

“তুমি আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দিব...” -যিরমিয় ৩৩:৩

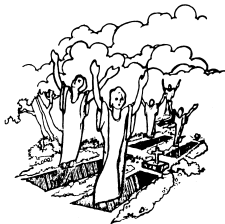


প্রত্যেকেই মৃতদের মধ্য থেকে উঠানো হবে।

“কারণ এমন সময় আসছে, যারা কবরে আছে তারা সবাই মনুষ্যপুত্রের গলার স্বর শুনে বের হয়ে আসবে। যারা ভাল কাজ করেছে তারা জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করে সময় কাটিয়েছে তারা শাস্তি পাবার জন্য উঠবে।

-যোহন ৫:২৮,২৯

খ্রীষ্টে মৃতগণ সর্ব প্রথম উঠবেন



“তারপরে আমরা যারা জীবিত ও বাকী থাকব, আমাদেরও আকাশে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে তুলে নেওয়া হবে। আর এই ভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সঙ্গে থাকব।”

-১ থিমলনী কীয় ৪:১৭

“...সতর্ক থাক; কারণ সেই দিন কখন আসবে তা তোমরা জান না।”

-মার্ক ১৩:৩৩

যীশু কি ভাবে আসবেন ?

“দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন। প্রত্যেকটি চোখ তাঁকে দেখবে ---”

-প্রকাশিত বাক্য ১:৭



নকল খ্রীষ্ট এবং ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান

“---যদি তোমাদের কেউ বলে ‘দেখ, খ্রীষ্ট এখানে’ কিম্বা ‘দেখ, খ্রীষ্ট ওখানে তবে তা বিশ্বাস কোরো না---যদি তোমাদের বলে, তিনি মরু এলাকায় আছেন, তোমরা বাইরে যেওনা। যদি বলে, তিনি ভিতরে ঘরে আছেন, বিশ্বাস করো না।”

-মথি ২৪:২৩, ২৬

যীশু শীঘ্রই স্বর্গীয় মেঘরথে নেমে আসবেন “বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে যায়, মনুষ্যপুত্রের আসা সে ভাবেই হবে---তখন পৃথিবীর সমস্ত লোক দুঃখে

বুক চাপড়াবে। তারা মনুষ্যপুত্রকে শক্তি ও মহিমার সঙ্গে মেঘে করে আসতে দেখবে।

-মথি ২৪:২৭, ৩০

(গীতসংহিতা ২৩ঃ)

১. সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। ২. তিনি তৃণভূষিত চরানীতে আমাকে শয়ন করান, তিনি বিশ্রাম-জলের ধারে ধারে আমাকে চালান। ৩. তিনি আমার প্রাণ ফিরাইয়া আনেন, তিনি নিজ নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে গমন করান। ৪. যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়া গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না, কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তোমার পাঁচনী ও তোমার যষ্টি আমাকে সান্তনা করে। ৫. তুমি আমার শত্রুগণের সাক্ষাতে আমার সম্মুখে মেজ সাজাইয়া থাক; তুমি আমার মস্তক তৈলে সিক্ত করিয়াছ; আমার পানপাত্র উথলিয়া পড়িতেছে।

৬. কেবল মঙ্গল ও দয়াই আমার জীবনের সমুদয় দিন আমার অনুচর হইবে, আর আমি সদাপ্রভুর গৃহে চিরদিন বসতি করিব।

